لاَ يَذُوقُونَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلاَ شَرَابًا إِلاَّ حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا

সেখানে তারা না ঠান্ডা আর না পান যোগ্য কিছু আস্বাদন করবে। তবে পান করবে শুধু ফুটন্ত পানি আর ক্ষত থেকে নির্গত পুঁজ। (সূরা আন নাবা ৭৮:২৪,২৫)

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: **"সেখানে তারা না ঠান্ডা আর না পান যোগ্য কিছু আস্বাদন করবে। তবে পান করবে শুধু ফুটন্ত পানি আর ক্ষত থেকে নির্গত পুঁজ।"**

حَمِيْمًا "ফুটন্ত পানি" শব্দটি পবিত্র কুরআন মাজীদে ১৯ বার ব্যবহৃত হয়েছে। **غَسَّاقًا** ক্ষত থেকে নির্গত পুঁজ শব্দটি মাত্র ২ বার পবিত্র কুরআনে এসেছে।

জাহান্নামের আগুনে যখন অপরাধীরা পান করার জন্য কিছু চাইবে, তখন দেয়া হবে ফুটন্ত পানি আর পুঁজ। আল্লাহর পুরস্কার যেমন অকল্পনীয়, তেমনি শাস্তি অত্যন্ত কঠোর।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আন নাবা ৭৮:২৩,২৪,২৫)

১. সেখানে তারা না ঠান্ডা আর না পান যোগ্য কিছু আস্বাদন করবে। তবে পান করবে শুধু ফুটন্ত পানি আর ক্ষত থেকে নির্গত পুঁজ।

সেখানে উহারা যুগ যুগ ধরিয়া অবস্থান করিবে, (সূরা আন নাবা ৭৮:২৩)

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا ﴿٢٤﴾

সেখানে উহারা আস্বাদন করিবে না শৈত্য, না কোন পানীয়; (সূরা আন নাবা ৭৮:২৪)

إِلَّا حَمِيمًا وَّغَسَّاقًا ﴿٢٥﴾

ফুটন্ত পানি ও পুঁজ ব্যতীত। (সূরা আন নাবা ৭৮:২৫)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা সোয়াদ ৩৮:৫৭</u>

২. সুতরাং তারা অস্বাদন করুক ফুটন্ত গরম পানি আর পুজ।

هَٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَّغَسَّاقٌ ﴿٥٧﴾

ইহা সীমালংঘনকারীদের জন্য. সুতরাং উহারা আস্বাদন করুক ফুটন্ত পানি ও পুঁজ। (সূরা সোয়াদ ৩৮:৫৭)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আল আন'আম ৬:৭০</u>

৩. তাদের জন্য রয়েছে প্রচন্ড গরম পানি আর বেদনাদায়ক আযাব।

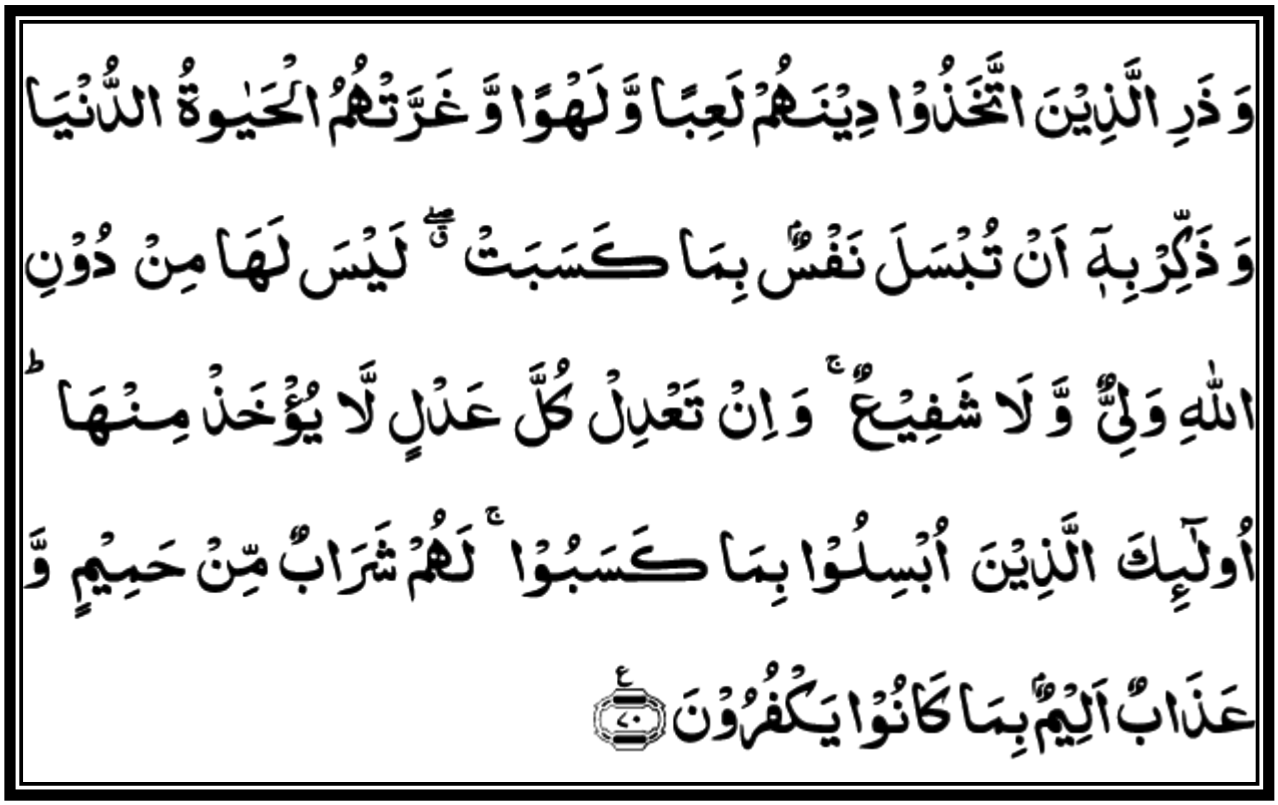
وَذَرِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَعِبًا وَّلَهْوًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا
وَذَكِّرْ بِهٖٓ اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌۢ بِمَا كَسَبَتْ ۖ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ
اللّٰهِ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ ۚ وَاِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا ۭ
اُولٰۗىِٕكَ الَّذِيْنَ اُبْسِلُوْا بِمَا كَسَبُوْا ۚ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّ
عَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ﴿٧٠﴾

যাহারা তাদের দীনকে ক্রীড়া-কৌতুকরূপে গ্রহণ করে এবং পার্থিব জীবন যাহাদেরকে প্রতারিত করে তুমি তাহাদের সঙ্গ বর্জন কর এবং ইহা তাহাদেরকে উপদেশ দাও, যাহাতে কেহ নিজ কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস না হয়, যখন আল্লাহ ব্যতীত তাহার কোনো অভিভাবক ও সুপারিশকারী থাকিবে না এবং বিনিময়ে সবকিছু দিলেও তাহা গৃহীত হইবে না। ইহারাই নিজেদের কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস হইবে; কুফরীহেতু ইহাদের জন্য রহিয়াছে অত্যুষ্ণ পানীয় ও মর্মন্তুদ শাস্তি। (সূরা আল আন'আম ৬:৭০)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা ইউনুস ১০:৪</u>

৪. তাদের জন্য রয়েছে প্রচন্ড গরম পানির শরবত আর বেদনাদায়ক আযাব।

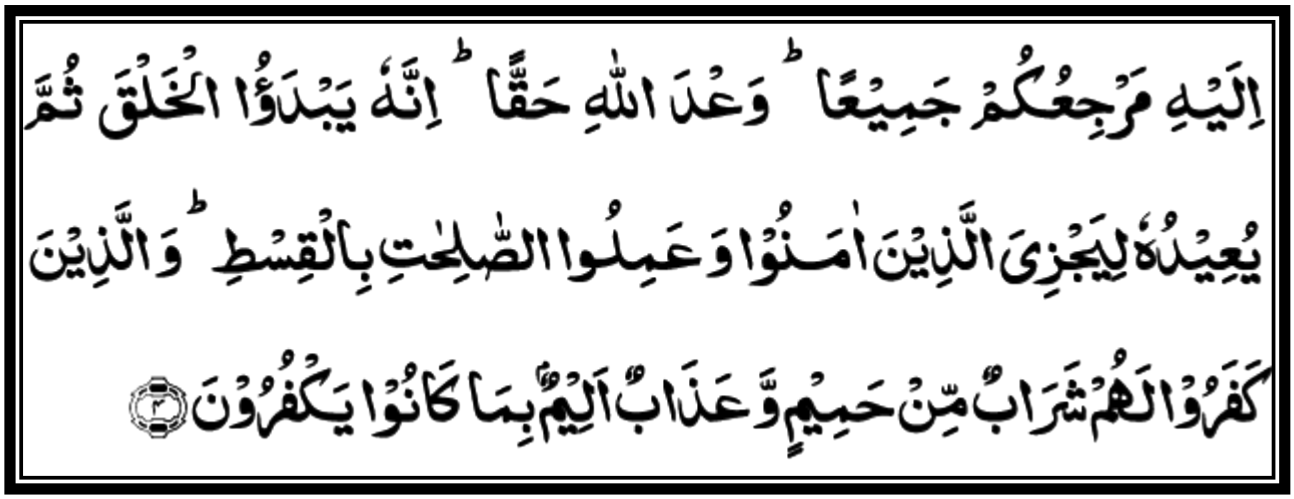
إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ۖ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ۚ إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ
يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ ۚ وَالَّذِينَ
كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٤﴾

তাহার নিকট তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন; আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। সৃষ্টিকে তিনি প্রথম অস্তিত্ব আনেন, অতঃপর উহার পুনরাবর্তন ঘটান, যাহারা মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণ তাহাদেরকে ন্যায়বিচার সঙ্গে কর্মফল প্রদানের জন্য। এবং যাহারা কাফির তাহারা কুফরি করিতো বলিয়া তাহাদের জন্য রহিয়াছে অত্যুষ্ণ পানীয় ও মর্মন্তুদ শাস্তি। (সূরা ইউনুস ১০:৪)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আল হাজ্জ্ব ২২:১৯</u>

৫. তাদের মাথার উপর ঢালা হবে টগবগে ফুটন্ত পানি।

هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ۖ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ
ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ ۚ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴿١٩﴾

ইহারা দুইটি বিবদমান পক্ষ, তাহারা তাদের প্রতিপালক সমন্ধে বিতর্ক করে; যাহারা কুফরী করে তাহাদের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে আগুনের পোশাক, তাহাদের মাথার উপর ঢালিয়া দেওয়া হইবে ফুটন্ত পানি। (সূরা আল হাজ্জ্ব ২২:১৯)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল মুমিন/গাফির ৪০:৭১,৭২

৬. তাদের নিয়ে যাওয়া হবে টেনে হিঁচড়ে টগবগে ফুটন্ত গরম পানির দিকে।

যখন উহাদের গলদেশে বেড়ি ও শৃঙ্খল থাকিবে, উহাদেরকে টানিয়া লইয়া যাওয়া হইবে, (সূরা আল মুমিন/গাফির ৪০:৭১)

ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর উহাদের দগ্ধ করা হইবে আগুনে। (সূরা আল মুমিন/গাফির ৪০:৭২)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আদ দুখান ৪৪:৪৩ থেকে ৪৬

৭. নিশ্চয় যাক্কুম গাছ হবে পাপিষ্ঠদের খাদ্য, গলিত তামার মতো ফুটতে থাকবে তাদের পেটে যেভাবে ফোটে টগবগে ফুটন্ত পানি।

নিশ্চয় যাক্কুম বৃক্ষ হইবে, (সূরা আদ দুখান ৪৪:৪৩)

পাপীর খাদ্য; (সূরা আদ দুখান ৪৪:৪৪)

গলিত তাম্রের মত, উহাদের উদরে ফুটিতে থাকিবে, (সূরা আদ দুখান ৪৪:৪৫)

كَغَلْيِ الْحَمِيمِ ﴿٤٦﴾

ফুটন্ত পানির মত। (সূরা আদ দুখান ৪৪:৪৬)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আদ দুখান ৪৪:৪৭.৪৮</u>

৮. তারপর তার মাথায় ঢাল টগবগে ফুটন্ত পানির আযাব।

خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٤٧﴾

উহাকে ধর এবং টানিয়া লইয়া যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে। (সূরা আদ দুখান ৪৪:৪৭)

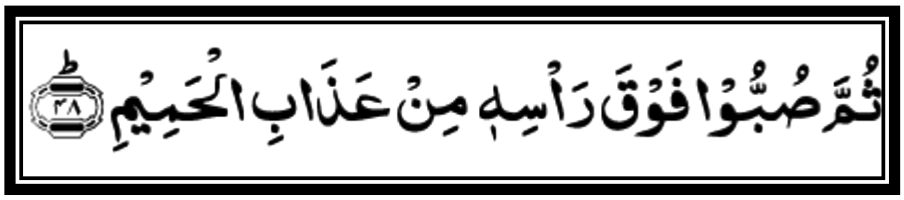
ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ﴿٤٨﴾

অতঃপর উহার মস্তকের উপর ফুটন্ত পানি ঢালিয়া শাস্তি দাও- (সূরা আদ দুখান ৪৪:৪৮)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা মুহাম্মদ ৪৭:১৫</u>

৯. যাদের পান করানো হবে টগবগে ফুটন্ত গরম পানি, যা ছিন্নভিন্ন করে দেবে তাদের নাড়িভুঁড়ি।

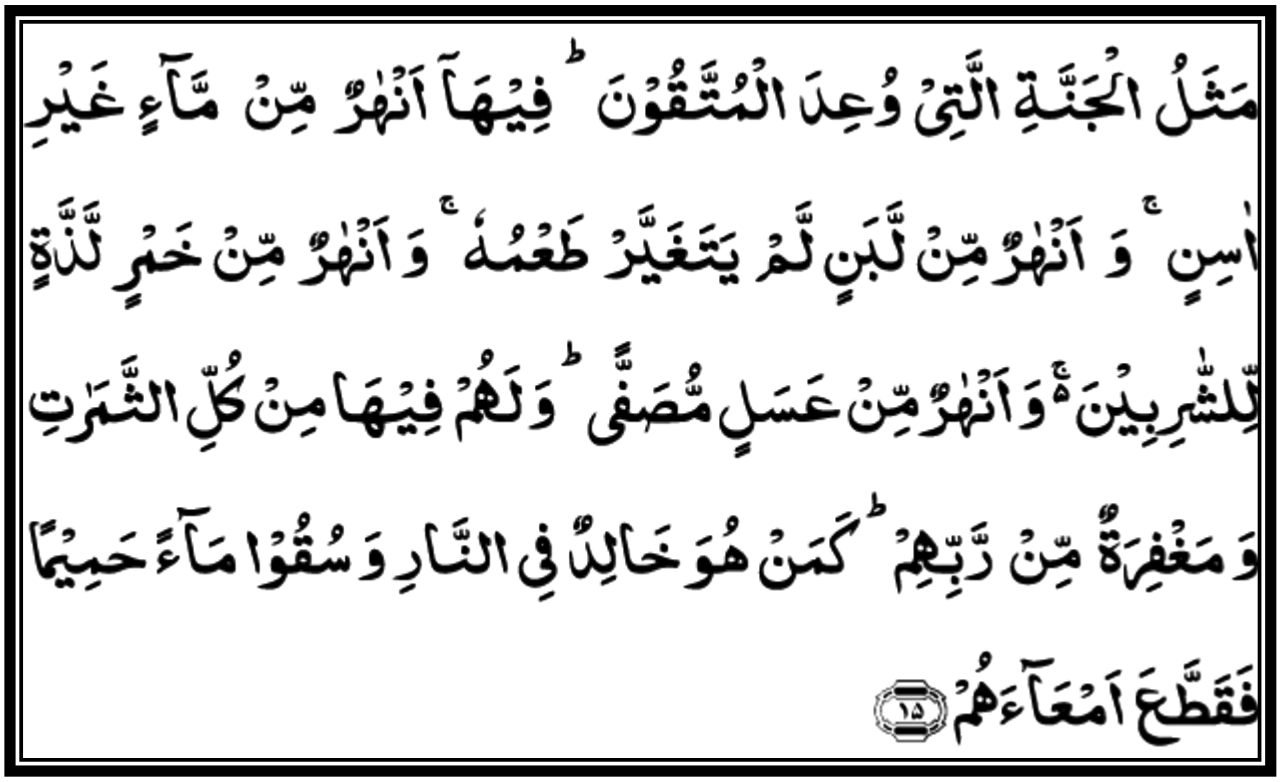
مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ فِيْهَآ اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ
اٰسِنٍ ۚ وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ ۚ وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ
لِّلشّٰرِبِيْنَ ۚ وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ؕ وَ لَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ
وَ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ ؕ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَ سُقُوْا مَآءً حَمِيْمًا
فَقَطَّعَ اَمْعَآءَهُمْ ﴿١٥﴾

মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত: উহাতে আছে নির্মল পানির নহর, আছে দুধের নহর যাহার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু নহর, আছে পরিশোধিত মধুর নহর এবং সেখানে উহাদের জন্য থাকিবে বিবিধ ফলমূল আর তাহাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে ক্ষমা। মুত্তাকীরা কি তাহাদের ন্যায়, যাহারা জাহান্নামে স্থায়ী হইবে এবং যাহাদেরকে পান করিতে দেওয়া হইবে ফুটন্ত পানি যাহা উহাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিবে? (সূরা মুহাম্মদ ৪৭:১৫)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আল ওয়াকিয়া ৫৬:৪২ থেকে ৪৪</u>

১০. তারা থাকবে প্রচন্ড গরম বাতাস ও টগবগে ফুটন্ত গরম পানির মধ্যে।

উহারা থাকিবে অত্যুষ্ণ বায়ু ও উত্তপ্ত পানিতে, (সূরা আল ওয়াকিয়া ৫৬:৪২)

কৃষ্ণবর্ণ ধূম্রের ছায়ায়, (সূরা আল ওয়াকিয়া ৫৬:৪৩)

যাহা শীতল নয়, আরামদায়কও নয়। (সূরা আল ওয়াকিয়া ৫৬:৪৪)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আল ওয়াকিয়া ৫৬:৫২ থেকে ৫৫</u>

১১. তার উপর পান করবে টগবগে ফুটন্ত গরম পানি।

তোমরা অবশ্যই আহার করিবে যাক্কুম বৃক্ষ হইতে, (সূরা আল ওয়াকিয়া ৫৬:৫২)

এবং উহা দ্বারা তোমার উদর পূর্ণ করিবে, (সূরা আল ওয়াকিয়া ৫৬:৫৩)

পরে তোমরা পান করিবে উহার উপর অত্যুষ্ণ পানি- (সূরা আল ওয়াকিয়া ৫৬:৫৪)

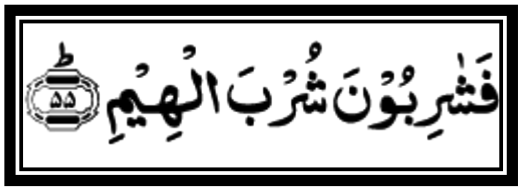

আর পানি করিবে তৃষ্ণার্ত উষ্ট্রের ন্যায়। (সূরা আল ওয়াকিয়া ৫৬:৫৫)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আল ওয়াকিয়া ৫৬:৯২,৯৩,৯৪</u>

১২. তাহলে তার আপ্যায়ন হবে টগবগে ফুটন্ত গরম পানি।

কিন্তু সে যদি সত্য অস্বিকারকারী ও বিভ্রান্তদের অন্যতম হয়, (সূরা আল ওয়াকিয়া ৫৬:৯২)

তবে রহিয়াছে আপ্যায়ন অত্যুষ্ণ পানি দ্বারা, (সূরা আল ওয়াকিয়া ৫৬:৯৩)

এবং দহন জাহান্নামের; (সূরা আল ওয়াকিয়া ৫৬:৯৪)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আর রহমান ৫৫:৪৪</u>

১৩. তারা জাহান্নামের আগুন আর টগবগে ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করতে থাকবে।

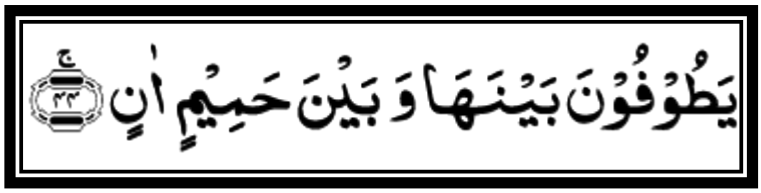

উহারা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করবে, (সূরা আর রহমান ৫৫:৪৪)

এছাড়া **حَمِيم** অর্থ বন্ধু ও হিতাকাঙ্খী হিসাবেও পবিত্র কুরআনে উল্লেখ হয়েছে. বলা হয়েছে বিচারের দিন কোনো হিতাকাঙ্খী বন্ধু ও শাফায়াতকারী থাকবে না অপরাধীদের জন্য। আয়াত ২৬/১০৩, ৪০/১৮, ৪১/৩৪, ৬৯/৩৫, ৭০/১০

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা আল্লাহর পুরস্কার যেমন অপরিসীম পক্ষান্তরে শাস্তি ও অনেক কঠোর। আমরা আল্লাহর শাস্তির ভয়ে ভালো হয়ে যাই এবং আমাদের আমলসহীহ করে দ্বীনের পথে নিজেদের পরিচালিত করি। প্রতিনিয়ত মহান পরম দয়ালু রহমানুর রহিমের কাছে দোয়া করি তিনি যেন মেহেরবানী করে আমাদের ভালো কাজ কবুল করেন এবং ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে দেন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করেন।

দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ দান করেন।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

Click here http://www.morningbrightness.fi/